কৃষি সমাচার

কৃষিই সমৃদ্ধি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫২ ❑ মে-জুন ❑ ২০১৯ খ্রি. ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার
দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ঝরনা বেগম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোমিনুর রশিদ আমিন
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া নানা রকম ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও উপকারী উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টির বিবেচনায় আমাদের দেশীয় ফলসমূহ খুবই অর্থবহ ও বৈচিত্র্যময়। মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে দেশীয় ফল। ফল, খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মেধা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় ফলদবৃক্ষ পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকবিলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে। ফলদ বৃক্ষরোপণ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছরের মত এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম চত্বরে শুরু হয় ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ২০১৯ এবং ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী। এবারের ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টি সম্মত খাবার"। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি স্থাপিত স্টলে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। এদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ফলদবৃক্ষ লাগানো ছাড়া বিকল্প নেই। আসুন আমরা সকলে মিলে প্রত্যেকেই অন্তত একটি করে ফলদবৃক্ষ রোপণ করি।

ভেতরের পাতায় ....

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা ঃ অর্জন এবং আমাদের করণীয়.. ০৩
কৃষিকে লাভজনক করতে ভালো বীজ ব্যবহারের আহবান কৃষিমন্ত্রীর..০৫
নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতে ফল বিরাট ভূমিকা রাখবে-কৃষিমন্ত্রী ০৬
জাতীয় বীজ মেলা ২০১৯ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন ০৭
বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে....................০৯
উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয়ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি...১০
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের আওতায় সেচ সংক্রান্ত অর্জন...........................১৪
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি...১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা ঃ অর্জন এবং আমাদের করণীয়

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন এবং গণমানুষের ক্ষুধা নিবারণ ও জীবন যাত্রার মান বাড়ানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন- সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন। বাংলার প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিল রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে। আজীবন সংগ্রাম করেছেন এ দেশের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। তাই তিনি সব সময় কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি উপলব্ধি করতেন, কৃষি একটি জ্ঞান নির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। তিনি জানতেন যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী সে দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষকের উন্নয়ন করতে হবে। আর তাই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির মধ্যে ছিল ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ, পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা এবং পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা করা, খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভের পর ১৫ মে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রির দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনকে সুসংগঠিত করার জন্য শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এভাবেই শেখ মুজিব কৃষি, কৃষক, গ্রাম এবং বাংলার মানুষকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখার সুযোগ পান এবং লক্ষ্য স্থির করে এগুতে থাকেন। তাইতো তার জবানীতে শুনতে পাই 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়' এবং কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশ খাদ্য শস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে পড়ে না থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।'

স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার প্রথম সভায় কৃষকদের জন্য নিলেন এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। তাদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও সুদ মওকুফ করে দিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ করার ঘোষণা দিলেন। দেশের সর্বত্র ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে চার বিঘা করে খাস জমির বন্দোবস্ত করা, পাকিস্তান আমলের ঋণগ্রস্থ কৃষকদের উপর জারী করা ১০ লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা তুলে কৃষককূলের ভাগ্য উন্নয়নে রাখলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার ২২ লাখ কৃষককে পুনর্বাসিত করেছিলেন। কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া আনার পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব জার্মানী থেকে ৩৮,০০০ সেচ যন্ত্র আমদানি করা হয়। ৪০,০০০ শক্তি চালিত লো লিফ্‌ট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩,০০০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ফিলিপাইন থেকে আইআর-৮ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের ১৬,১২৫ টন উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশ থেকে ১০৩৭ টন উফশী গম বীজ আমদানি করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কৃষকরা যাতে সহজভাবে কৃষি ঋণ পেতে পারে এ লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু তার জীবদ্দশায় এ দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ও সেচ সুবিধা উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ দেশের গরীব কৃষকদের কথা চিন্তা করে গরু আমদানির কথা বলেছিলেন। তাঁর সময়ে জমি চাষাবাদের জন্য বিদেশ হতে উন্নতমানের ট্রাক্টর আমদানি করা হয়েছিল এবং খন্ড বিখন্ড জমি একীভূত করে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি জনগণকে বৃক্ষ রোপন, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, মাছ চাষসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

কৃষকদের মাঝে কৃষি খাতে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য ১৯৭৪ সন থেকে কৃষি উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুরস্কার প্রদান চালু করেন।

বঙ্গবন্ধুর সময় প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ১৯৭৩-জুন ১৯৭৮) প্রণয়ন করা হয়। এতে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করায় এ দেশের সার্বিক কৃষি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শতকরা ৩১ ভাগ অর্থ কৃষি খাতে ব্যয় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাস্তব ও

(বাকী অংশ ৪পৃষ্ঠায়)

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা: অর্জন এবং আমাদের করণীয়

গতিশীল পদক্ষেপের ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যে কৃষিতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৭ শতাংশ। ১৯৭১-৭২ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল ৮৭.৫ লক্ষ টন যা ১৯৭৫-৭৬ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ টন।

সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর সেই উচ্চারণ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এত উচ্চমূল্য, এতো ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই। আপনারা সবাই মিলেমিশে কাজ করুন। তাহলেই দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আসবে। বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী রাখা হবে না। নিরলস কাজ করে দেশে কৃষি বিপ্লব সাধন করুন।' বঙ্গবন্ধুর এ কথার প্রতিফলন বাঙালি জাতি দিতে শুরু করে।

শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দেশ যখন সোনার বাংলা নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে নিহত হন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু। প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তানী প্রেতাত্মার পরিবিষ্ট সেনাবাহিনীর একাংশ স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করার নানান কৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাংলাদেশটাকেই ধ্বংসের চক্রান্ত করতে থাকে সামরিক, বেসামরিক, মেকী গনতন্ত্রের মুখোশধারী আমলারা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ যাতে পুনরুজ্জীবিত হতে না পারে এ জন্য বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার অশুভ পদক্ষেপ নিতে থাকে।

ফিরে আসে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাময় ভবিষ্যৎবাণীঃ 'ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই বাংলাদেশ টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।'

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই শুরু হয় নতুন উদ্যমে পথ চলা। ১৩ কোটি মানুষের দুর্ভাগা হাভাতের দেশে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেন উন্নয়নের। ফলে ২০০০ সালের মধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় বাংলাদেশ। বাড়তে থাকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা। বাঙালি জাতি ফিরে পায় হৃত গৌরব। ২০০২ সালে আবারো স্বাধীনতা বিরোধী, মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের চক্রান্তে ৭ বছরের জন্য পিছিয়ে যায় বাংলাদেশ।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন 'ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সারের দাম প্রায় ৭৫ ভাগ কমিয়ে দেন। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য, বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, শস্য বহুমুখীকরণসহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৬০% ভর্তুকি, জলাবদ্ধ হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা চালু, আইলা পুনর্বাসন, আউশ প্রণোদনা প্যাকেজ, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় নেয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অভিযোজন কার্যক্রম, পাট ও পাটের রোগের জেনোম সিকোয়েন্স, ট্রান্সজেনিক আলু, বেগুন, ধান ও তুলার জাত উদ্ভাবন করা হয়। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষক পরিবারকে দেয়া হয়েছে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড। ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৪ কোটি টন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুন। বিশ্বে চাল উৎপাদনে চতুর্থ, পাট উৎপাদনে ২য়, আলু উৎপাদনে ১০ম, সবজি আবাদে বিশ্বে ৩য়, ফল আবাদে বিশ্বে ৫ম, মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান দখল করেছে। পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে এগিয়েছে বাংলাদেশ। মেধাসম্পন্ন জাতি হিসাবে গড়ে উঠছে নতুন প্রজন্ম।

বঙ্গবন্ধু আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার আদর্শ ও স্বপ্ন বেঁচে আছে। আর আছে সোনার বাংলাদেশ এবং তার সাহসী কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতা এনে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রক্তে অর্জিত দেশটিকে আমরা সোনার বাংলায় পরিণত করবো।' বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে আমাদেরই বাস্তবায়ন করতে হবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে সুবিধাবঞ্চিত ও সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য।

১৬ কোটি মানুষের জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৮৫ লক্ষ হেক্টর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে শতকরা ১.৪২ ভাগ। প্রতি বছর ২২ লক্ষ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে। সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিএডিসির কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করাই এ মুহূর্তের কর্তব্য।

কৃষিকে লাভজনক করতে ভালো বীজ ব্যবহারের আহবান কৃষিমন্ত্রীর

জাতীয় বীজ মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কৃষিকে লাভজনক করতে ভালো বীজ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। গত ২৮ জুন ২০১৯ তারিখে রাজধানী ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে জাতীয় বীজ মেলার উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষিকে লাভবান করতে হলে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি উৎপাদন খরচও কমিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে বীজ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরা যেন ভালো মানের বীজ ব্যবহার করে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছে। এজাতের যে উৎপাদশীলতা তা যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে অবশ্যই ভালো বীজ লাগবে। গবেষকরা যে বীজটা উদ্ভাবন করলো, সে বীজ যেন একদম ঐ মান নিয়ে চাষির জমিতে যায়। সেজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা গ্রাম এবং শহরের ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য কমাতে চাচ্ছি। কৃষি যদি উন্নত, আধুনিক হয়, কৃষি করে যদি চাষিরা লাভবান হয় এবং কৃষিকে যদি বাণিজ্যিকীকরণ করতে পারি। তাহলে কৃষি মূল জীবিকা হিসেবে বাংলাদেশে চিরদিনই থাকবে।

ধানের দামের বিষয় উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এবার ধানের দাম অস্বাবিকভাবে কমে গিয়েছে। ফলে আমাদের কৃষকরা লাভবান হতে পারছে না। আগামী দিন ধান করে কৃষককে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না। কৃষক ধান চাষ করে যদি দাম না পান তাহলে ধান কেন চাষ করবেন। তাই আমরা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যেন আগামী বোরো মৌসুম থেকে কৃষক যেন ধানের ন্যায্য মূল্য পায়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, খুব শীঘ্রই পূর্বাচলে দুই একর জমির উপরে আধুনিক ল্যাবরেটরি এবং শাকসবজি প্রসেসিং জোন করা হবে। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়ে আসা যে কোন সবজির মান পরীক্ষা করা যাবে এবং সাথে সাথেই সবজি বাজারজাতকরণে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। এতে করে কৃষকের ভোগান্তি কমবে।

'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে মানসম্মত বীজের ব্যবহার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় পর্যায়ে তিন দিনব্যাপি জাতীয় বীজ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় বারের মতো জাতীয় বীজ মেলায় ১১ টি সরকারি ও ২২টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৬২টি স্টল ছিল। এ মেলার আয়োজন করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা বিভিন্ন ফসলের বীজ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য জানার পাশাপাশি বীজ কিনতেও পেরেছেন।

মেলা উদ্বোধন ও পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বিএআরসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগের মহাপরিচালক আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান ও বাংলাদেশ চেয়ারম্যান মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খোন্দকার মো. ইফতেখারুদ্দৌলা। প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক ড. মো. আব্দুল মুঈদ।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতে ফল বিরাট ভূমিকা রাখবে-কৃষিমন্ত্রী

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও চ্যানেল আই এর বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, খাদ্যে উদ্বৃত্ত হয়েছে দেশ। এখন দরকার জনগণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার। এই নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতে ফল বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে জানালেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। গত ১৬ জুন ২০১৯ তারিখে ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৯ উপলক্ষ্যে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটোরিয়ামে 'পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. আব্দুর রাজ্জক বলেন, কৃষির জন্য টাকা কোনো সমস্যা হবে না। ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দরকার হলে আরো টাকা দেয়া হবে, আরো কমানো হবে সারের দাম। কৃষি উন্নয়নে যা যা করণীয় তা-ই করা হবে। আমরা কৃষি পণ্য রপ্তানিতে শতকরা ২০ ভাগ ভর্তুকি দিচ্ছি। চাল আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। করের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। ফিলিপাইনের সাথে দেশি ব্যবসায়ীর আলোচনা হয়েছে, ২-৩ লাখ মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা যেতে পারে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। আমাদের জমি কম ও অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও আমাদের উৎপাদন বাড়ছে। আমাদের লক্ষ্য মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া। এজন্য পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির যেখানে ১৩ হাজার কোটি টাকা ছিলো, সেখানে চলতি বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে ৭৪ হাজার কোটি টাকা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদেরকে জনগণের আয় বৃদ্ধি করতে হবে। আয় বৃদ্ধি কবতে আমাদেরকে রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে। এজন্য কৃষির বাণিজ্যিকীকরণসহ উচ্চ মূল্যের ফসল চাষবাদে এগিয়ে আসতে হবে। এতে করে আমাদের জনগণের আয় যেমন বাড়বে, তেমনিভাবে স্থানীয় বাজারও সম্প্রসারিত হবে।

তিনি বলেন, আমাদের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে দাম অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। এছাড়াও শ্রমিকের দামও অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। আগে দু' এক বেলা ভাত খেয়ে কাজ করে দিত। এখন শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না । এর অর্থ হলো মানুষের জীবনযাত্রার মান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। আমাদেরকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যেতে হবে। কৃষিতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৩ হাজার কোটি টাকা যান্ত্রিকীকরণে ব্যয় করা হবে। আমাদের জমিগুলোর আকার ছোট। তাই আমাদের দেশীয় উপযোগী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হবে অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করার সময় বিষয়টি চিন্তা করতে হবে।

ফল মেলার বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ফল উৎপাদনে আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি। অনেক ফল আছে যেগুলো সারা বছর ধরে চাষ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের বিদেশি ফলও চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশের আম বিদেশিরা খেয়ে বলে খুবই সুস্বাদু। আমাদের দেশীয় ফলের পুষ্টিমান যেমন রয়েছে, তেমনি সকলের কাছে সমাদৃত। এ ফল মেলা সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান বলেন, কৃষিতে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

(বাকী অংশ ৭পৃষ্ঠায়)

জাতীয় বীজ মেলা ২০১৯ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন

জাতীয় বীজ মেলা ২০১৯ এ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে জাতীয় বীজ মেলা ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার তুলে দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগের মহাপরিচালক জনাব আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ।

জাতীয় বীজ মেলায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রেসটি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার এর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে

প্রতিপাদ্যভিত্তিক স্টলের যথার্থতা, আকর্ষণীয় সাজসজ্জা, প্রদর্শিত দ্রব্যের মান, প্রদর্শিত প্রযুক্তির মান ও সংখ্যা, স্টল উপস্থাপনের কৌশল, স্টল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও মান, দর্শকগণের আগ্রহ ও মানোভাব, প্রদর্শকের উপস্থিতি ও দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি বিষয় মূল্যায়নের মাধ্যমে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক জনাব চন্ডী দাস কুন্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার। 'খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখবে মানসম্মত বীজের ব্যবহার' প্রতিপাদ্যে গত ১৬জুন শুরু হয় এ মেলা। জাতীয় বীজ মেলায় ১২ টি সরকারি ও ২৪ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৬৩ টি স্টল ছিলো।

নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতে ফল বিরাট ভূমিকা রাখবে-কৃষিমন্ত্রী

(৬ পৃষ্ঠা এর পর)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক ফসল হানি ঘটে থাকে। শস্য বীমা চালু হলে যে মানুষটি নিঃস্ব হয়ে যায় তখন সে আবার ঘুবে দাঁড়াতে পারবে। কৃষক যেটাতে লাভ বেশি পাবে সেটাই চাষ করবে।

অপর বিশেষ অতিথি চ্যানেল আইয়ের পরিচালক বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ বলেন, আমাদেরে দেশে ফল চাষ কেমনভাবে বেড়েছে এবং কত ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে, তা চোখে না দেখালে বিশ্বাস করা যাবে না। ফল চাষকে সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সহযোগিতা দেয়া জরুরি। রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি কাঠামো এখনি করা দরকার। নার্সারী নীতিমালাকে কঠিনভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ অনেক সময় নিম্নমানের চারা কলম কিনে ভোক্তা প্রতারিত হয়ে থাকে। বিদেশি ফল চাষের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ বিদেশ থেকে একটা সায়ন বা একটা ডাল/বীজ নিয়ে এসে এদেশে বিভিন্নভাবে প্রমোট করা হচ্ছে। এটা দেশের জন্য কোনো বিপর্যয় আনবে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা করা দরকার। আমাদের গবেষণার মানসম্মত জাত ও সিলেকশন জাতগুলো মাঠ পর্যায়ে প্রসারিত করতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) জনাব মদন গোপাল সাহা। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এম এনামুল হক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুলের সদস্য মো. হামিদুর রহমান।

সেমিনারের আগে আ.কা.মু.গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে ১৬ হতে ১৮ জুন তিন দিনব্যাপি জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো.আব্দুর রাজ্জাক বিএডিসিসহ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে' পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার' প্রতিপাদ্যে ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৯ উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু হয়ে আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে শেষ হয়। জাতীয় ফল মেলায় ৭টি সরকারি ও ৫৭ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৪ টি স্টল ছিল। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

বিএডিসিতে নথির রেকর্ড ও সূচিকরণ, রেকর্ড শ্রেণিবিন্যাসকরণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, বাছাই ও বিনষ্টকরণ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে গত ১৫ মে ২০১৯ তারিখে "নথির রেকর্ড ও সূচিকরণ, নথির শ্রেণিবিন্যাসকরণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, বাছাই ও বিনষ্টকরণ পদ্ধতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। বিএডিসি'র সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় ৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসিতে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে গত ১৮-১৯ জুন ২০১৯ তারিখে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মো. হাসানুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম

এছাড়া বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা উপস্থিত ছিলেন। কার্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব এস এম মোস্তাফিজুর রহমান। বিএডিসি'র সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে মোঃ সায়েদুল ইসলাম এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেছেন। ইতঃপূর্বে তিনি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক (সম্মান) ও অস্ট্রেলিয়া হতে ডিস্টিংশনসহ পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ ও অসংখ্য সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

'ভালো বীজে ভালো ফসল'

বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে

এসএম শহীদুল আলম, প্রকল্প পরিচালক

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে "বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প গত ১৪ নভেম্বর ২০১৭ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর প্রকল্পটি চলমান আছে। প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে ৪ বছর যা আগামী জুন/২০২১ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি রাজশাহী বিভাগের ২টি জেলা (বগুড়া ও জয়পুরহাট) ও রংপুর বিভাগের ৪ টি জেলা (গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) এর মোট ৪৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯৯৩.৯৭ লক্ষ টাকা। যা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ১) সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮,৩৪৩ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৮২,৫৪৪ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন; ২) প্রকল্প এলাকায় খাল /নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ; ৩) সেচ কাজে On Farm Water management Technology এবং Alternate Wetting and Drying প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য কমানো; এবং ৪) প্রকল্প এলাকায় আত্ন- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে; ১) প্রকল্প এলাকায় ২৫০ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন; ২) বিভিন্ন আকারের ১৮৫ টি পানি সংরক্ষণ/নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ; ৩) ৮৫ টি বিভিন্ন ক্ষমতার এলএলপি স্থাপন, বৈদ্যুতিকরণ ও পাম্প ঘর নির্মাণ; ৪) ১০টি ০.৫ কিউসেক ক্ষমতার সোলার এলএলপি স্থাপন; ৫) স্থাপিত এলএলপিতে মোট ১২১ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এবং ৬) প্রকল্প এলাকার কৃষকের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে গত ২০ এপ্রিল ২০১৮ প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণ ও কার্যক্রম শুরুর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩৬, বগুড়া-১। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মো. জিয়াউল হক, জেলা প্রশাসক, বগুড়া জনাব মো. নুরে আলম সিদ্দিকী। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রকল্প এলাকার ডিএই, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, পিডিবি, বিএমডিএ, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি, বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবৃন্দ এবং প্রকল্প এলাকার প্রায় শতাধিক কৃষক। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান (বর্তমান সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়) জনাব মো. নাসিরুজ্জামান।

প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. নাসিরুজ্জামান

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মাঝারী হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পটির এডিপি বরাদ্দ ৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবং কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে ৮৮ কি.মি. খাল পুনঃখনন, ৮৫ টি সেচযন্ত্র (এলএলপি) ক্রয়, ৫৬ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৪০টি বিভিন্ন সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, ৪০টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন ও ১০টি সোলার এলএলপি স্থাপন। গত অর্থ বছরের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের শুরুতে বিভিন্ন স্থানে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, জেলা প্রশাসকবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগন কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়।

চলতি অর্থ বছরে কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন সময়ে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব আব্দুল আজিম চৌধুরী বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মো. জিয়াউল হক, প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তা জনাব মো. ফেরদৌসুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক তদন্ত, বিএডিসি এবং বিএডিসির সম্মানিত সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মো. আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয়গণ সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকায় চলমান কাজসমূহ পরিদর্শন করেন।

উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি

মাসুদ আহম্মেদ, প্রকল্প পরিচালক, ইসিএইচডিপি, বিএডিসি, ঢাকা

বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্পটি গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন, ২০২২ পর্যন্ত। ৫টি বিভাগের ১১টি জেলার ৪টি সিটি কর্পোরেশনসহ ৬৩টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

* কৃষক এবং সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফল, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাক-সবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;

* বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

* উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাগুণসম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;

* মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;

* কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

প্রশিক্ষণ: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যমে কৃষক/উদ্যোক্তা ৩৫২০ জন, আরবান স্টেকহোল্ডার ১৮০ জন, কৃষকের মাঝে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ সফর ২২৫ জন ও প্রশিক্ষণ ১৯৫ জন সর্বমোট ৪১২০ জনকে প্রশিক্ষণের ল্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এপ্রিল

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে মিষ্টি আলুর প্রদর্শনী প্লট

প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৯ পর্যন্ত ২৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের বাকী ১৭৬০ জনের প্রশিক্ষণ যথাসময়ে সম্পাদন করা হবে।

সেমিনার: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র প্রকল্পের আওতায় গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে "Conservation of indigenous fruits for nutritional security and mitigate climate change impact" শীর্ষক একটি সেমিনারে আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিএডিসিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে কী-নোট উপস্থাপন করেন ড. মাহবুবে আলম, যুগ্মপরিচালক (উদ্যান) বিএডিসি, কাশিমপুর গাজীপুর। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিএডিসি উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতি হিসেবে জনাব ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

বীজ ও চারা:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থানীয় ক্রয় ১.৯০ লক্ষ টি, ইনব্রিড ডোয়ার্ফ নারিকেল চারা ক্রয় ২৫০০০ টি, সুপারি বীজ ক্রয় ৬৬৬৬৭টি, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার বিভিন্ন জাত সংগ্রহ-৩৭৫টি, ক্যাকটাস, অর্কিড এবং জারবেরা সংগ্রহ-৩১০০ টি, নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়-৩০০ কেজি, সবজি ও মসলার চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়-৭০০ কেজি, ২.০০ লক্ষ সংখ্যক ফলের চারা উৎপাদনের জন্য ২.০০ লক্ষ সংখ্যক বীজ ক্রয়, ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়-১০০০০টি, ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্লানটিং মেটেরিয়াল ক্রয়-৪০০০০টি, ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্লানটিং মেটেরিয়াল ক্রয়-২০০০০টি, শাক-সবজি ও অন্যান্য বীজ উৎপাদনের জন্য -৪৭২ কেজি বীজ ক্রয় করা হয়েছে।

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বিবরণ	ভৌত	আর্থিক	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ অর্জন
ক) স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	৮.১০ লক্ষ	২৮৩.৫০	১.৯২ লক্ষ	১.৯২ লক্ষ
খ) ইনব্রিড ডোয়ার্ফ নারিকেল চারা	০.০৫ লক্ষ	২৫.০০	০.০২৫ লক্ষ	০.০২৫ লক্ষ
গ) সুপারি বীজ ক্রয়	২.০০ লক্ষ	১৫.০০	৬৬৬৬৭টি	৬৬৬৬৭টি
ঘ) গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার বিভিন্ন জাত সংগ্রহ	৩৭৫টি	০.৬৮	৩৭৫টি	৩৭৫টি
ঙ) ক্যাকটাস, অর্কিড এবং জারবেরা সংগ্রহ	৩১০০টি	৮.৩০	৩১০০টি	৩১০০টি
চ) নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	২১০০ কেজি	২১.০০	৩০০ কেজি	৩০০ কেজি
ছ) সবজি ও মসলার চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	৮৭০০ কেজি	৮৭.০০	৭০০ কেজি	৭০০ কেজি
জ) ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	২৯.০০ লক্ষ	৫৮.০০	২.০০ লক্ষ	২.০০ লক্ষ
ঝ) ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	২.৩ লক্ষ	৪৬.০০	১০০০০ টি	১০০০০ টি
ঞ) ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্লান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	৭.৭ লক্ষ	৩৮.৫০	৪০০০০ টি	৪০০০০ টি
ট) ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্লান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	৩.৬০ লক্ষ	১৮০.০০	২০০০০ টি	২০০০০ টি
ঠ) শাক-সবজি ও অন্যান্য বীজ উৎপাদনের জন্য ৩২০০ কেজি বীজ ক্রয়	৩২০০ কেজি	৩.২৫	৪৭২ কেজি	৪৭২ কেজি
উপমোট বীজ ও উদ্ভিদ (প্রদর্শনী খামারের জন্য)		৭৬৬.২৩		

প্রদর্শনী প্লট স্থাপনঃ
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশীয় এবং বাণিজ্যিক ফলের প্লট-৩০টি, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজির প্লট-৮০টি, এক্সোটিক ফলের প্লট-৯টি, প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের প্লট-১৫টি, চন্দ্রমল্লিকার প্লট-৯টি, গোলাপের ৯টি, জারবেরার প্লট-৯টি, মিষ্টি আলুর প্লট-৩০টি, গ্লাডিওলাস এর প্লট-৯টি, গাঁদা ফুলের -১৫টি ও নিরাপদ করলার প্লট-১৫টি সহ সর্বমোট ২৩০টি প্রদর্শনী প্লট উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের আওতাধীন ৯টি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

সম্পদ সংগ্রহ:
ক) মোটরযান ক্রয়: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ১টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ২টি ফ্রিজিং ভ্যান, ২টি খামার পরিদর্শন যান ক্রয় করা হয়েছে।

নির্মাণ ও পূর্ত:
ক) খামার উন্নয়ন কার্যক্রমঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিপিপির সংস্থানকৃত ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় দোঁ-আশ মাটি ও গোবর সার দ্বারা উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। দোঁ-আশ মাটিদ্বারা ১৬ হাজার ৬ শত ঘ.মি. এবং গোবর সার দ্বারা ৬ হাজার ৮ শত ঘ.মি. খামার উন্নয়ন করা হয়েছে।

উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র কাশিমপুরের ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম:
খ) নির্মাণ কার্যক্রম: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিপিপির সংস্থানকৃত নির্মাণ কার্যক্রমের মধ্যে হতে ২৩৫০ রানিং মিটার বারবেড ওয়ার ফেনসিংসহ সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের কেন্দ্রগুলোর মাঝে নতুন নতুন হাইব্রিড জাতের চারা, গুটি কলম, অর্কিড উৎপাদন, আধুনিক সবজি ও অন্যান্য কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষে ৪টি নতুন অর্কিড সেড (২১.৩৪মি x ১০.৬৭মি.), ২৫টি পলি টানেল নির্মাণ (৩০.৫ মি.x ৬.৭ মি.x ৩.৩৫ মি.) এবং সেচ নালাসহ ৩টি সেচ পাম্প স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্কিড সেড ও পলি টানেল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

মেরামত ও পুর্নবাসন কার্যক্রম:
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিপিপির সংস্থানকৃত অর্থের মাধ্যমে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের আওতাধীন কেন্দ্রের অফিস ভবন, টিস্যুকালচার ল্যাব, আরবান সেলস্ সেন্টার, আবাসিক ভবন ও সীমানা প্রাচীর মেরামত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

মাতৃবাগান সৃজন: প্রকল্পের আওতায় উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের ৯টি কেন্দ্রে দেশীয় ফল, ঔষধি গাছ ও বিলুপ্ত প্রজাতির গাছ সংরক্ষণের নিমিত্ত মাতৃবাগান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এক্সোটিক ফল বিদেশ হতে সংগ্রহপূর্বক মাতৃবাগান সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন উদ্যানজাতীয় উপকরণ কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য হবে। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চারা, গুটি, কলম, স্যাপলিং এর টেকসই সুলভমূল্য এবং চাষাবাদের টেকসই সুলভমূল্য এবং চাষাবাদের টেকসই উন্নয়ন সাধিত হবে।

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষণ কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষণ কর্মকর্তাদের ৩ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ সংস্থার সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৭-১৯ জুন ২০১৯ তরিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের বিধি বিধান মেনে সঠিক ভাবে কাজ করতে হবে। আচরণবিধি ও শৃঙ্খলাবিধি মেনে চলতে হবে। সেবামূলক মনোভাব নিয়ে সংস্থার জন্য কাজ করতে হবে। নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে কাজ করতে হবে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ১১ লক্ষ ৬ হাজার ২৮২ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষক পর্যায়ে মোট ১১ লক্ষ ৬ হাজার ২৮২ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬২ মে.টন, এমওপি ৪ লক্ষ ৮ হাজার ১০৫ মে টন ও ডিএপি ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫১৪ মে.টন সার রয়েছে। গত অর্থ বছরে বিএডিসি মোট ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ২৮৩ মে.টন সার আমদানি করেছে। আমদানিকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ১৫ হাজার, এমওপি ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭৮৭ মে.টন এবং টিএসপি ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৬ মে. টন সার। ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে মজুদ সারের পরিমান ৭ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৫৪ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

বিএডিসি'র বিভিন্ন প্রকার ডাল ও তৈল বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৮-১৯ বর্ষে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে মুগ, চিনাবাদাম, সয়াবিন ও তিল বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	বীজের নাম	২০১৮-১৯ বর্ষে "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" কর্তৃক নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		মানঘোষিত	ভিত্তি
১।	মুগ	৮২.০০(বিরাশি টাকা)	৮৪.০০(চুরাশি টাকা)
২।	চিনাবাদাম (ঢাকা-১)	৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)	৯৪.০০ (চুরানব্বই টাকা)
	চিনাবাদাম (ঝিংগা, বারি-৮,৯, বিনা-৪,৬,৭,৮,৯)	৯৪.০০ (চুরানব্বই টাকা)	৯৭.০০ (সাতানব্বই টাকা)
৩।	সয়াবিন	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন টাকা)	৫৭.০০ (সাতান্ন টাকা)
৪।	তিল	৭৮.০০ (আটাত্তর টাকা)	৮০.০০ (আশি টাকা)

গদখালীতে বিএডিসির ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি

সাদা নেট ও পলিথিন দিয়ে চার পাশ ঘেরা। উপরে রয়েছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। মাটির উপরে থাকা পাইপ হতে গাছের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা করে দেয়া হচ্ছে পানি। আর্সেনিকমুক্ত এই পানিতে মেশানো আছে রাসায়নিক সার। এই পদ্ধতিতে ফুল ও সবজি চাষের সুবিধা পাচ্ছেন ফুলের রাজধানী খ্যাত যাশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী অঞ্চলের চাষিরা। রীতিমতো তারা লাভবান ও হচ্ছে চাষাবাদের।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সেচ বিভাগের বাস্তবায়নে ফুল ও সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে এই ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ কোটি ৬ লাখ টাকা। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সৌরচালিত ডাগ ওয়েল, ড্রিপ ইরিগেশন ও ফ্লাওয়ার শেড নির্মাণ। ফলে, কর্মসূচি অঞ্চলে কৃষিতে খরচ ও ঝুঁকি কমায় লাভবান হচ্ছেন কৃষক।

২০১৭ সালের জুন মাসে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় ফুলের রাজধানী খ্যাত উপজেলার গদখালী পানিসারা, নাভারণ, শিমুলিয়া ও নির্বাসখোলা ইউনিয়নে ১৫টি সৌরচালিত ডাগওয়েল ও ড্রিপ ইরিগেশন এবং ৭টি পলি শেড (ফ্লাওয়ার শেড) নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে কর্মসূচির ৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মসূচির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহাবুব আলম। ৫টি সৌরচালিত ডাগওয়েল, ৪টি ড্রিপ ইরিগেশন এবং একটি পলি শেড (ফ্লাওয়ার শেড) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসে কর্মসূচির মেয়াদ শেষের আগেই সব কাজ সম্পন্ন হবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা। সরজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার পানিসারা মাঠে সৌরচালিত যন্ত্রে গভীর পাতকুয়া থেকে পানি উঠিয়ে ট্যাঙ্কিতে জমা করে তাতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার মিশিয়ে পাইপ দিয়ে গাছের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা করে দেয়া হচ্ছে। পলি শেডের বাহিরেও এই সুবিধা পাচ্ছেন চাষি। কথা হয় পানিসারা গ্রামের ফুলচাষি ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানান, এই কর্মসূচির আওতায় তাকে ১০০৮ বর্গফুটের একটি পলি শেড (ফ্লাওয়ার শেড), সৌরচালিত ডাগওয়েল ও ড্রিপ ইরিগেশনের সুবিধা দেয়া হয়েছে। পলি শেডে (ফ্লাওয়ার শেড) জারবেরা ও গোলাপ ফুল, তরমুজ এবং এসকস চাষ করেছেন। শেডে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ থাকায় ঝুঁকি কম। সৌরচালিত ডাগওয়েল ও ড্রিপ ইরিগেশনে রয়েছে ১৪০ ফুট গভীর পাতকুয়া, সৌরচালিত পাম্প, ফসেট ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগারের দরুন সেচ খরচ নেই, কীটনাশকের খরচ ৭০ ভাগ কম বলে দাবি করেন দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ফুলচাষ করা কৃষক ইসমাইল। কর্মসূচির আওতায় তিনি ২৬ বিঘা জমিতে পালাক্রমে সারা বছর ফুল ও সবজি চাষ করছেন। আরো কথা হয় একই গ্রামের ফুলচাষি আব্দুল হক ঢালী ও আব্দুল হামিদ গাজীর সঙ্গে। তারা জানান, এই কর্মসূচিতে এলাকার কৃষক লাভবান হচ্ছে। বিশেষ করে সেচ সুবিধাটা বেশি। তাছাড়া সেচের পানি আর্সেনিক মুক্ত হওয়ায় ফসলের উপকার বেশি হয়।

বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রহিম জানান, এই অঞ্চলে প্রায় ৫ হাজার ফুলচাষি রয়েছে। তাই পলি শেডের (ফ্লাওয়ার শেড) সংখ্যা আরো বেশি হলে ভালো হতো। তবে এই কর্মসূচির সেচ ব্যবস্থায় কৃষক উপকৃত হচ্ছে। কর্মসূচির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহাবুব আলম এসবের ফল, ফুল ও সবজি চাষে খরচ এবং ঝুঁকি কম হচ্ছে বলে জানান। কৃষক এতে লাভবান হওয়ারও দাবি করেন তিনি।

সংকলিতঃ দৈনিক যায়যায় দিন
৩১ মার্চ ২০১৯

অষ্টগ্রামে দু'টি সেচ খালের সাড়ে ৬ কি.মি. পুনঃখনন

হাওর অঞ্চলে এক ফসলি বোরো উৎপাদনী অষ্টগ্রাম উপজেলায় সেচের পানি সরবরাহ ও হাওরের কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসির) কাস্তুল ইউনিয়নের টিআইপি দিয়ারা ৪ কিলোমিটার ও পূর্ব অষ্টগ্রামের ২.৫ আশিয়ার খাল দু'টি খালে মোট সাড়ে ৬ কিলোমিটারের খাল পুনঃখনন করছে। ফলে হাওরের প্রায় ৩-৪ হাজার একর ফসলি জমি সেচের নিশ্চয়তা হচ্ছে বলে এলাকার কৃষকরা জানান।

স্থানীয় বিএডিসি অফিসের উপ-সহকারী প্রকৌশলী রওকন জাহান জানান, সাড়ে ৮ কিলোমিটারের টিআইপি দিয়ায় খালটির কাজ শুরু হয়েছে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৯। বর্তমানে প্রায় ৮০ ভাগ কাজ শেষ এবং আসিয়া খালটি গত ২৭ মার্চ শুরু হয়েছিল। ইতোমধ্যে ৯০ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করেন এবং এই দুইটি পুনঃখনন করতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৬৫ লাখ টাকা। এ বিষয়ে বিএডিসির প্রকল্প পরিচালক (এমডিএমআইডিপি) প্রকৌশলী মো. বদরুল আলম প্রতিনিধিকে জানান, অষ্টগ্রামের দু'টি খাল পুনঃখননের জন্য উপজেলা ও জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে চাহিদা ও হাওরে কৃষকদের বিশেষ সুবিধার্থে এই খালগুলো পুনঃখননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং খাল দুটির কাজ সম্পূর্ণ হলে হাওরের কৃষকদের জন্য সুবিধা হবে বলে তিনি জানান।

সংকলিতঃ দৈনিক সংবাদ
০৬ মে ২০১৯

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের আওতায় সেচ সংক্রান্ত অর্জন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ১২টি কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিকনং	কার্যক্রমের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	খালখনন/পুনঃখনন/সংস্কার	কি. মি.	৪৫০	৫৬০
২	শক্তিচালিত/ ভাসমান পাম্প স্থাপন ও ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	২৫০	৩০০
৩	সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৬০	৭৫
৪	সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	১৭	২৩
৫	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (বারিডপাইপ)	কি. মি.	৩৫০	৫৩০
৬	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৪০০	৪৮০
৭	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	হেক্টর (লক্ষ)	০.২১৫	.২১৫
৮	সেচকৃত এলাকা	হেক্টর (লক্ষ)	৫.৬৫	৫.৬৫
৯	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	১
১০	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	৩	৩
১১	ফিতা পাইপ সংগ্রহ ও বিতরণ	মিটার	৮৪৮০০	৮৪৮০০
১২	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিককরণ	সংখ্যা	৩৮২	৩৮২
১৩	বিএডিসি'র বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ সংস্কার ও আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	৮	৮
১৪	প্রশিক্ষণ (কৃষক/ ম্যানেজার/ ফিল্ডম্যান)	জন	২২০০	২৫৯৫
১৫	সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন	সংখ্যা	৮	৮
১৬	পর্যবেক্ষিত কূপের সংখ্যা	সংখ্যা	৩০০০	৩০০০

বিএডিসি'র হাইব্রিড ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৭ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে (বোরোতে) উৎপাদিত (SL-8H),বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৩(Win-302) ও বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৫ (MJ0033) জাতের হাইব্রিড ধান (F1) বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রঃনঃ	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	SL-8H	মানঘোষিত	১৪৫.০০(একশত পয়তাল্লিশ টাকা) (রয়েলটি বাদে)
২	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৩ (Win-302)		
৩	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৫ (MJ0033)		

হাইব্রিড সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২২ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত হাইব্রিড সবজি বীজের ২০১৮-১৯ বর্ষের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র. নং	বীজের নাম ও জাত	২০১৮-১৯ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৫,৮,১০,১১	২২,০০০.০০ (বাইশ হাজার টাকা)
২।	বারি হাইব্রিড বেগুন- ২	৯,৫০০.০০ (নয় হাজার পাঁচশত টাকা)

বিএডিসি উৎপাদিত সবজি বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২২ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে সবজি বীজ বিভাগের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ বর্ষে উৎপাদিত ও সংগৃহীত শীতকালীন সবজি বীজ (সিমসহ), গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ, পেঁয়াজ বীজ, পেঁয়াজ বাল্ব বীজের ২০১৮-১৯ বর্ষের সংগ্রহ মূল্য এবং ২০১৯-২০ বর্ষের সিম বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

(ক) শীতকালীন সবজি বীজ:

বীজের নাম ও জাত	২০১৮-১৯ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। টমেটো (রতন/বারি টমেটো-১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯)	১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত টাকা)	-
২। টমেটো (পুষারুবি)	১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত টাকা)	১৩০০.০০ (এক হাজার তিনশত টাকা)
৩। বেগুন (সকল জাত)	৬৫০.০০ (ছয়শত পঞ্চাশ টাকা)	-
৪। বিটি বেগুন	৭৫০.০০(সাতশত পঞ্চাশ টাকা)	-
৫। মুলা (বারি মুলা-১ তাসাকিসান, বারি মুলা -২ পিংকি)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৬। পালং শাক(কপি পালং)	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৮৫.০০ (পঁচাশি টাকা)
৭। লালশাক (আলতাপেটি)	৩০০.০০ (তিনশত টাকা)	২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)
৮। লালশাক (বারি লালশাক -১)	১৭৫.০০ (একশত পঁচাত্তর টাকা)	১৬৫.০০ (একশত পঁয়ষট্টি টাকা)
৯। ডাঁটা (বাঁশপাতা)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	
১০। মটর শুটি (বারি মটরশুটি-৩)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)	
১১। ঝাড় সিম (বারি ঝাড় সিম -১,২)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)	
১২। লাউ (ক্ষেতলাউ/বারি লাউ-৩,৪)	৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	৩৩০.০০ (তিনশত ত্রিশ টাকা)
১৩। পুইশাক (সবুজ)	৩১০.০০ (তিনশত দশ টাকা)	২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)

সিম বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য:

বীজের নাম ও জাত	বীজের শ্রেণি	২০১৮-১৯ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৯-২০ বর্ষের জন্য নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
			ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়
দেশী সিম	ভিত্তি	১৬০.০০ (একশত ষাট টাকা)	১৮০.০০ (একশত আশি টাকা)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)
	মানঘোষিত	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)	১৭০.০০ (একশত সত্তর টাকা)	১৯০.০০ (একশত নব্বই টাকা)

(খ) গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ:

বীজের নাম ও জাত	২০১৮-১৯ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। মিষ্টি কুমড়া (বারমাসী)	৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	৪০০.০০ (চারশত টাকা)
২। শশা (বারমাসী)	৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা)	-
৩। করলা (গজকরলা)	৮৫০.০০ (আটশত পঞ্চাশ টাকা)	৮০০.০০ (আটশত টাকা)
৪। বরবটি (কেগরনাটকী/বারি বরবটি-১)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	১৮০.০০ (একশত আশি টাকা)
৫। ডাঁটা (ভুটান/বারি ডাঁটা-১)	২৩০.০০ (দুইশত ত্রিশ টাকা)	১৮০.০০ (একশত আশি টাকা)
৬। কলমিশাক (গীমাকলমী)	১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)
৭। ঢেঁড়শ (বারি ঢেঁড়শ-২)	১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)
৮। চালকুমড়া (বারি-১)	৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা)	-
৯। চিচিংগা (ঝুমলং/বারি চিচিংগা-১)	৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	৪২৫.০০ (চারশত পঁচিশ টাকা)

(গ) পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ:

বীজের নাম ও জাত	বীজের শ্রেণি	২০১৮-১৯ বর্ষেরজন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১। পেঁয়াজ বীজ (বারি পেঁয়াজ -১ ও তাহেরপুরী)	মানঘোষিত	৮০০.০০ (আটশত টাকা)
২। পেঁয়াজ বাল্ব বীজ (বারি পেঁয়াজ -১)	মানঘোষিত	৩৪.০০ (চৌত্রিশটাকা)

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয়: অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধানঃ

শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। নাবী জাতের বীজতলা এমাসেই করতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট:

পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কান্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুড়ি থাকে।

শাক-সবজি:

গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিস্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণঃ

আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধানঃ

শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ অন্যতম।

পাট:

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশ গুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল:

এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপণ করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি:

আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্যঃ

সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

বিএডিসি পরিবারের মেধাবী মুখ

অন্তরদীপ হিমেল ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট বোর্ডের অধীনে সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র সিলেট আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ) বি-১৯০৩ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব দিলীপ কুমার শীল এর পুত্র। সে সকলের নিকট আর্শিবাদ প্রার্থী।

অশোকা পাল সুদীপ্তা ২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে গুরুদয়াল সরকারী কলেজ কিশোরগঞ্জ থেকে জিপিএ-৫.০০ পেয়ে উর্ত্তীর্ণ হয়েছে। সে একই বোর্ড এর অধীনে ২০১৭ সালে এস,ভি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫.০০ পেয়ে উর্ত্তীর্ণ হয়েছিল। অশোকা পাল সুদীপ্তা কৃষি ভবনের ক্রয় বিভাগে কর্মরত সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) জনাব অশোক কুমার পালের মেয়ে। অশোকা ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের আর্শিবাদ প্রার্থী।

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ গত ৬ ও ৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ঝরনা বেগম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, যারা যোগদান করেছেন তাদের প্রত্যেককেই সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। আপনাদের দাপ্তরিক কাজের বাহিরে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। বিএডিসিকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে যাতে আপনারা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারেন।

শোকসংবাদ

***বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ পরিকল্পনা বিভাগের গাড়ীচালক জনাব মোঃ আবু তালেব গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।**

বিএডিসি'র গম, যব ও সরগম বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২২ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের গম, যব ও সরগম বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	বীজ ফসলের জাত	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	গমবীজ	সকল জাত	ভিত্তি	৩৮.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩২.০০
২	যববীজ	সকল জাত	ভিত্তি	৩৮.০০
			মানঘোষিত	৩৩.০০
৩	সরগমবীজ	সকল জাত	মানঘোষিত	৭০.০০

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের বোর্ড রুমে বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদকে নিজের লেখা বই উপহার দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. শামছুল হক

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষণ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর নেতৃবৃন্দ

মহান মে দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

জাতীয় বীজ মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

জাতীয় বীজ মেলায় বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় বীজ মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরণের বীজ

জাতীয় বীজ মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ভুট্টা বীজ

জাতীয় বীজ মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বীজআলু উৎপাদনে টিস্যুকালচার কার্যক্রম

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ফিলিপাইন সুপার সুইট জাতের আম

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিএডিসি উৎপাদিত আঙ্গুর

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।